দু‘আ ঃ মু’মিনের এক অনন্য সম্বল

আবু সামীহা সিরাজুল ইসলাম

প্রাককথা ঃ

মহান আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মর্যাদাবান মহান কিতাবে বলেছেনঃ “আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞস করে, (তখন বলো) আমি (তাদের) অতি নিকটে। আমিতো প্রতি দু‘আকারীর দু‘আতে সাড়া দেই।” (১১:১৮৬) মহান আল্লাহ আরো বলেন, “আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।” (গাফির, ৪০:৬০)

আমাদের রব–জগতসমূহের মালিক ও প্রতিপালক আরো বলেন, “কে শোনে অশান্ত ও পেরেশান হৃদয়ের ডাক যখন সে তাকে ডাকে এবং তার মুসীবত দূর করে?” (আন নামল ॥ ৬২)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “দু‘আ হচ্ছে ‘ইবাদত,” অন্য বর্ণণা মতে, দু‘আ হলো ইবাদতের মজ্জা (তিরমিজী ও আবু দাউদ)। মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (সা) আরো বলেছেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রাগ করেন যে তাঁর কাছে (দু‘আ করার মাধ্যমে) কিছু চায় না।” (তিরমিজী)

দু‘আ যুগে যুগে ঃ

নিঃসন্দেহে দু‘আ এক বিরাট বিষয়। দু‘আ এমন এক বিষয় যা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এক অনন্য সম্বল। যুগে যুগে মু’মিনরা তাদের প্রভূর সন্তোষ তালাশ করেছেন এই দু‘আর মাধ্যমে। মানবজাতির পিতা আদম (আ) থেকে শুরু করে নিয়ে মানুষের জন্য পাঠানো আল্লাহ তা‘আলার জীবন্ত রহমত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়াগণ (আলাইহিমুস্সালাম) এই দু‘আকেই তাদের সম্বল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্র নির্দেশ ভুলে শয়তানী প্ররোচনায় আমাদের পিতা আদম (আ) যখন জান্নাতের নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছেন, তখনই আবার দু‘আর মাধ্যমে তার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওআ-তা‘আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেন, “আমরা বললাম, হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী এই জান্নাতে অবস্থান করো এবং এখান থেকে যা ইচ্ছে তৃপ্তিসহকারে খাও; কিন্তু এই গাছের ধারে কাছেও যেওনা। অন্যথায় তোমরা জালেম হিসেবে গণ্য হবে। অতঃপর শয়তান তাদের দু’জনকে পথভ্রস্ট করলো এবং তাদেরকে এই স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থা থেকে বের করলো। আমরা বললাম, তোমরা নেমে যাও – পরস্পর পরস্পরের শত্রু হিসেবে। তোমাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে রয়েছে জীবন যাপনের সামগ্রী, সেখানেই তোমাদের কিছুকাল থাকতে হবে। অতপর আদম তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন এবং আল্লাহ্ তার দিকে ফিরলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” (বাকারা ॥ ৩৫–৩৭) অন্য জায়গায় আল্লাহ্ আদমের এই কথাগুলোকে এভাবে উল্লেখ করেছেন, “আমাদের রব, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের উপর রহম না করো তাহলে আমরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হয়ে যাবো।” (আ‘রাফ, ৭:২৩) আল্লাহ্ আদম (আ)-কে মাফ করেছেন।

একইভাবে ইউনুস (আ) এর উদাহরণ পেশ করেছেন আল্লাহ্। তিনি যখন আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষা না করেই তাঁর জাতির বাসস্থান ‘নিনেভাহ্’ ছেড়ে গেলেন এবং মাছের পেটে বন্দী হয়ে গেলেন তখন সাথে সাথেই তিনি তার ভুল বুঝতে পেরেছেন। তিনি সাথে সাথে বলে উঠেছেন, “তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, পবিত্র এবং মহান তোমার সত্ত্বা। নিশ্চয়ই আমি জালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।” (আম্বিয়া, ২১:৮৭) আল্লাহ্ তাঁর এই দু‘আকে কবুল করেছেন এবং তাঁকে নাজাত দিয়েছেন।

আইয়ুব (আ)-কে আল্লাহ্ তা‘আলা অত্যন্ত মারাত্মক পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। একে একে তাঁর সন্তান–সন্ততি, স্ত্রী–পরিজন এবং ধন–সম্পদ সব কিছু শেষ হয়েছে। তারপরও আল্লাহ্র এই বান্দাহ্ ধৈর্য্য ধারণ করেছেন। এরপর যখন তার নিজের শরীরও মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে গিয়েছে তখন তিনি এই বলে দু‘আ করেছেন, “নিশ্চয়ই আমি অত্যন্ত কষ্ট এবং মুসীবতে পড়েছি আর তুমিতো সমস্ত দয়াবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়াবান।” (আম্বিয়া ॥ ৮৩) আল্লাহ্ আইয়ুবের (আ) কষ্ট দূর করে দিয়েছেন।

ইউসুফ (আ) এর বিরহকাতর ইয়াকুব (আ) সবরের মাধ্যমে আল্লাহ্র দু‘আ চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, “এখন সবর করাই আমার জন্য শ্রেয়। তোমরা যা বলছো সে ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।” (ইউসুফ ॥ ১৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনেক নবী–রসূল ও তাঁদের সঙ্গী–সাথীদের উদাহরণ পেশ করে বলেছেন, “আরো এমন নবী ছিলেন যাদের সাথী হয়ে এমন অনেক আল্লাহ্ওয়ালা লোক (বাতিলের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছেন। আল্লাহ্র পথে (লড়তে গিয়ে) মুসীবতে পড়ে তাঁরা দমে যাননি, তাঁরা ক্লান্তও হননি; তাঁদেরকে পরাজিতও করা যায়নি। আর যারা সবর করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন। তাঁরাতো একথা ছাড়া আর কিছুই বলেননি যে, ‘আমাদের রব! আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দাও এবং আমাদের আচরনের

বাড়াবাড়িগুলোও। আমাদের কদমগুলোকে দৃঢ় রাখো এবং কাফেরদের উপর আমাদের বিজয় দান করো।” (আলে ইমরান ॥ ১৪৬–১৪৭)

রাসূলে করীম (সা) দু‘আ করেছেন। যে মানুষটিকে আল্লাহ্ তা‘আলা তার অত্যন্ত প্রিয় করে সৃষ্টি করেছেন সেই মানুষও বিপদে আপদে দু‘আর মাধ্যমেই আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় ও সাহায্য চেয়েছেন। বদরের দিনের কথা কার না স্মরণে পড়ে। রসূলুল্লাহ্ (সা) হক এবং বাতিলের এই মরনপণ লড়াইয়ে সেদিন অত্যন্ত ব্যাকুল কণ্ঠেই আল্লাহ্র দরবারে ধরনা দিয়েছেন। তার আকুতি–মিনতি এমন ছিল যে, তাঁর কাঁধ থেকে তাঁর চাদর গড়িয়ে গিয়েছে। আর আবু বকর (রা) সে চাদর উঠিয়ে দিয়েছেন। (বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন আর–রাহীকুল মাখতুম পৃঃ ২৪২–২৪৩)

যদি এভাবে নবী–রসূল এবং সলফে–সালেহীনদের জীবন থেকে উদাহরণ পেশ করতে থাকি তাহলে এ প্রবন্ধ অনেক বেশী দীর্ঘ হয়ে যাবে। প্রিয় পাঠক, উপরের উদাহরণগুলো এজন্য পেশ করা হলো যেন দু‘আর গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি। দু‘আ যে যুগে যুগে ঈমানদারদের অন্যতম সম্বল ছিল তা–ই উপরের উদাহরণগুলো সুস্পষ্ট করে তোলে। ইসলামী আন্দোলনের কাজ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন ও বিপদসঙ্কুল এক কাজ। এই কাজে ব্যস্ত হলে দুনিয়াবী বিপদ–মুসীবত, শয়তানী প্রলোভন, দুঃখ–দারিদ্র, জেল–জুলুম, অত্যাচার–নিপিড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে আন্দোলনের কর্মীদের উপর। আর এত কিছুর মাঝে ধৈর্য্য, স্থিরতা ও দৃঢ়তা সহকারে এ পথে অটল অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে আল্লাহ্র সাহায্যের কোন বিকল্প নেই। আর আল্লাহ্র এই সাহায্য পাওয়া শুধু সম্ভব দু‘আর মাধ্যমে। আমি এ প্রবন্ধের শুরুতে কুরআনের কয়েকটি আয়াত এবং কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছি। দু‘আর গুরুত্ব সে উদ্ধৃতিগুলোতেও সুস্পস্ট। মহান আল্লাহ্ চান যে তাঁর বান্দাহ্রা তাঁর কাছে দু‘আ করুক। এজন্য হাদীসে আল্লাহ্র রসূল (সা) স্পস্ট করেই বলেছেন যে, কোন বান্দাহ্ দু‘আ না করলে আল্লাহর তার উপর রাগ করেন। এজন্য দু‘আ করার কোন বিকল্প নেই। আমাদেরকে অবশ্যই দু‘আ করতে হবে বেশী বেশী করে। দু‘আ শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে চাওয়াই নয় বরং এটা ইবাদত যা আগেই হাদীস থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন আমি দু‘আ করার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। আমরা অনেকেই আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক দু‘আ করি, কিন্তু আমাদের দু‘আ আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় কবুল হয়নি। আসলেও অনেক সময় দু‘আ কবুল হয় না আমাদের অজ্ঞতার কারণে। এ প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমি দু‘আর ধরন, দু‘আ কবুল হওয়ার সময়, দু‘আ করার পদ্ধতি এবং কেন দু‘আ কবুল হয় না সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

দু‘আর ধরন ঃ

যে সমস্ত দু‘আ আমরা করি সেগুলো হওয়া উচিত জামে‘ দু‘আ। জামে দু‘আ মানে হলো এমন দু‘আ যাতে সব ধরনের বৈশিস্ট্য মজুদ থাকে। “রসূল (সা) দু‘আর মধ্যে জামে দু‘আ পছন্দ করতেন এবং অন্য সব দু‘আ পরিহার করতেন” (আবু দাউদ)। আমাদের দু‘আ এমন হওয়া উচিত যাতে ভাল ভাল জিনিস আল্লাহ্র কাছ থেকে চাওয়া হয়। আমদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন সুন্দর যে সমস্ত দু‘আতে হয় সে সমস্ত দু‘আ করা উচিত আমাদের। ঈমান, হিদায়াত, তাকওয়া, সুজ্ঞান, সচ্চরিত্র, উত্তম রিজক, মুত্তাকী পরিবার–পরিজন, বন্ধু–বান্ধব, আত্মীয়–স্বজন, কাফেরদের মুকাবিলায় দৃঢ়তা, মুসীবতে ও পরীক্ষায় ধৈর্য্য, সাহস ইত্যাদি হওয়া উচিত আমাদের দু‘আর বিষয়বস্তু। নিজের জন্য, মু’মিনদের জন্য, নিজের সন্তান–সন্ততির জন্য বদ দু‘আ হয় এমন দু‘আ আমাদের পরিহার করতে হবে। এজন্য দু‘আ করার ভাষার জন্য কুরআন ও হাদীসের দারস্থ হতে হবে। কুরআনে আল্লাহ্ পূর্ববর্তী মু’মিনদের অনেক দু‘আ উল্লেখ করেছেন যেগুলোর বেশীরভাগ আমরা করতে পারি। হাদীসের কিতাবগুলোতে রসূলুল্লাহ্র (সা) দু‘আ উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো অতীব উত্তম দু‘আ। এ ক্ষেত্রে রিয়াদুস্‌সালেহীন একটি সুন্দর সহায়ক কিতাব হতে পারে। এ সমস্ত দু‘আগুলো মুখস্ত করা যেতে পারে এবং সব সময় করা যেতে পারে।

দু‘আ কবুল হওয়ার সময় ঃ

হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) দু‘আ কবুল হওয়ার বেশ কিছু মুহূর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা যদি ঐ সময়গুলোতে দু‘আ করি তাহলে, ইন্‌শা’আল্লাহ্, আমাদের দু‘আও কবুল হবে।

রাতের শেষ ভাগের দু‘আ এবং ফরজ নামাজের পরের দু‘আ কবুল হয়। “রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন্ দু‘আ বেশী কবুল হয়? তিনি বললেন ঃ শেষরাতের মধ্যভাগের এবং ফরজ নামাজের শেষের” (তিরমিজী)।

সিজদার দু‘আ কবুল হয়। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “বান্দাহ যখন সিজদায় থাকে তখন তার রবের সবচাইতে নিকটবর্তী হয়। কাজেই (সিজদায় গিয়ে) খুব বেশী করে দু‘আ করো” (মুসলিম)।

সফরে দু'আ কবুল হয়। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তিনটি দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সেগুলি হলো ঃ মজলুমের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং পুত্রের জন্য পিতার দু'আ" (আবু দাউদ ও তিরমিজী)

জুমু'আর দিন দু'আ কবুল হয়। রসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর কথা প্রসঙ্গে বললেন, "এর মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যদি মুসলিম বান্দা সেটা পেয়ে যায় এবং সে নামাজ পড়তে থাকে ও আল্লাহ্‌র কাছে চায় তাহলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে তা দেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আবু বুরদা ইবন আবু মুসা আশ'আরী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তোমার আব্বাকে জুমু'আর (দু'আ কবুলের) সময়ের ব্যাপারে রসূল (সা) থেকে কিছু বর্ণণা করতে শুনেছো?' আবু বুরদাহ বলেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সেই সময়টি (দু'আ কবুলের) হচ্ছে ইমামের মিম্বরে বসা থেকে নামাজ খতম হওয়া পর্যন্ত।' (মুসলিম) এছাড়া আরো অন্যান্য হাদীসে আসর থেকে মাগরিবের সময়কে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত সময়গুলো হলো বিশেষ কতগুলো সময় যে সময়ে দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে বিশষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি বিপদ-আপদ ও মুসীবতের সময়ে বান্দাহ্‌র খালেস দু'আকে আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন।

দু'আ করার পদ্ধতি ঃ

আমরা অনেকেই দু'আ করার জন্য যথাযথ পদ্ধতি ব্যবহার করি না। যার ফলে আমাদের দু'আ কবুল হয় না। যথাযথ সময় এবং ধরন হওয়ার সাথে সাথে নিম্মোক্ত বিষয়গুলোও দু'আ কবুল হওয়ার জন্য জরুরী ঃ

১. নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ঃ

দু'আ করার সময় বান্দাহ্‌র মনে ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার ভাব উদয় হওয়া দরকার। বান্দাহ্ হিসেবে আল্লাহ্‌র কাছে আমরা যে কত ক্ষুদ্র সে অনুভূতি মনে সৃষ্টি হওয়া দরকার। বান্দাহ্ যে তার রবের দয়ার চরম মুখাপেক্ষী সে ধারনা অন্তরে জাগরুক থাকা জরুরী এবং একথাও হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকতে হবে যে আল্লাহ্ অবশ্যই দু'আতে সাড়া দেন।

২. দু'আতে হাত তোলা ঃ

হাত তুলে দু'আ করা দু'আ কবুল হওয়ার লক্ষণ। মহান আল্লাহ্ আরশের অধিপতি; তিনি তাঁর মহান আরশে সমাসীন। আমাদের হাত তোলা তাঁর আরশের দিকে – তাঁর ক্ষমতার দিকে চেয়ে তাঁর কাছ থেকে পাওয়ার জন্য হাত বাড়ানোরই নামান্তর। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের রব জীবন্ত এবং অত্যন্ত বড় দাতা। তাঁর কোন বান্দাহ্ যখন তাঁর দিকে হাত প্রসারিত করে কোন কিছু চায় তখন তিনি সে হাতকে খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।" (আহমদ ও আবু দাউদ)

৩. দু'আ শুরু করা উচিত আল্লাহ্‌র হামদের মাধ্যমে। সুরা আল-ফাতিহা এক্ষেত্রে অত্যন্ত সুন্দর একটি উদাহরণ। এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে দু'আ করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। মূলত পুরো সূরাটিই একটি অতীব সুন্দর দু'আ।

৪. হামদের পর রসূলের উপর দরূদ পাঠানো। রসূল (সা) এর উপর পাঠানো সব দরূদই কবুল হয়। আশা করা যায় এ দরূদের বদৌলতে পুরো দু'আই কবুল হবে।

৫. তওবা ঃ

হামদ ও সালাতের পর একজন দু'আকারীর যা করা উচিত তা হলো নিজের গুনাহের স্বীকৃতি পেশ করে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করা। আমাদের গুনাহ্‌গুলোই আমাদের দু'আ কবুলের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার আগে গুনাহের তওবা করে নেয়া জরুরী। যেমন নূহ (আ) তাঁর জাতির লোকদের বলেছিলেন, "আমি তাদের বললাম, 'তোমাদের রবের ক্ষমাপ্রার্থনা (তওবা) করো, নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ করবেন; তোমাদের সন্তান ও সম্পদে বরকত দান করবেন এবং তোমাদেরকে বাগান ও মিষ্টি পানির নহর দান করবেন।'" (নূহ, ৭১ ॥ ১০-১২)

৬. আল্লাহ্‌কে তাঁর সুন্দর নামগুলো (আসমাউল হুসনা) দিয়ে ডাকা। দু'আর শুরু বা শেষে যে কোন সময় তাঁকে এই নামগুলো দিয়ে ডাকা। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন তাঁকে এই নামগুলো দিয়ে ডাকার জন্য। "আর আল্লাহ্‌র জন্যই হলো সুন্দরতম নামগুলো; সুতরাং তাঁকে সে নামেই ডাকো।" (আল-আ'রাফ, ৭ ॥ ১৮০)

৭. দু'আর ভাষা ঃ

দু'আর ভাষা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত এবং সবচেয়ে উপযুক্ত শব্দে হওয়া উচিত। দু'আয় কি বলা হচ্ছে তা যথাযথভাবে খেয়াল করা উচিত। আমি একজনকে দু'আ করতে শুনেছি এভাবে "রাব্বির 'হামহুমা- কামা- রাব্বায়া-নী সগী-রা-।" এরপর তিনি বললেন, "আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাজ'আলুকা ফি- নহু-রিহিম ওয়া না'উ-যুবিকা মিন শুরু-রিহিম।" এর মানে হচ্ছে- "তুমি তাদের উপর রহম করো, হে আমাদের রব, যেমন করে তারা আমাদের ছোটবেলায় আমাদের উপর রহম করেছেন।" এরপরের অংশ "হে আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের ঘাড়ে স্থাপন করছি এবং তোমার কাছে তাদের অনিষ্টকারীতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" প্রথম অংশে পিতামাতার

জন্য দু‘আ; দ্বিতীয় অংশে কাফেরদের জন্য বদ–দু‘আ। কিন্তু দু‘আটা এমনভাবে বলা হচ্ছে, যেন প্রথমে পিতামাতার জন্য দু‘আ করে সাথে সাথে আবার তাদের জন্য বদ–দু‘আ করা হচ্ছে। অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করার মাধ্যমে এভাবেই আমরা আমাদের ভাল দু‘আগুলোকে খারাপ দু‘আয় পরিণত করে দিচ্ছি।

আমাদের দু‘আর ভাষাও যথাযথ হওয়া উচিত। আমরা কি চাচ্ছি তা আমাদের জানা উচিত এবং তা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া উচিত। “আল্লাহ্ তুমি চাইলে আমাদের দাও”– এমন বলা অনুচিত। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ দু‘আ করবে, তখন পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ়তা সহকারে দু‘আ করবে। কেউ যেন এরূপ না বলে, হে আল্লাহ্! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে দাও। কেননা আল্লাহ্‌র উপর কারো জোর বা প্রভাব খাটে না বা কাউকে কিছু দেয়া তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক নয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

৮. রসূলের উপর সালাত এবং হামদের মাধ্যমে দু‘আ শেষ করা। রসূল (সা) বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর উপর সালাত পাঠানো হয়, ততক্ষণ দু‘আ জমীন ও আসমানের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। আর কুরআনে করীমে বলা হয়েছে মু’মিনদের শেষ দু‘আ হয় আল্লাহ্‌র হাম্‌দ্ – “নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে–সালেহ করেছে, তাদের ঈমানের জন্য তাদের রব তাদের হিদায়াত দিয়েছেন। তাদেরকে তিনি নি‘আমতে পরিপূর্ণ জান্নাতে স্থান দেবেন যার তলদেশে ঝর্ণাধারা সদাপ্রবাহমান থাকবে। সেখানে তাদের দু‘আ হবে, ‘পবিত্র তোমার সত্ত্বা;’ তাদের সম্বোধন হবে সালাম এবং তাদের শেষ দু‘আ হবে, ‘সমস্ত প্রশংসা রব্বুল–‘আলামীনের জন্য।’” (ইউনুস ॥ ৯–১০)

দু‘আ করার আরো বিশেষ কিছু আদাব ঃ

এই বিশেষ বিষয়গুলো দু‘আর পদ্ধতিতে মুস্তাহাব। দু‘আকে সুন্দর করতে এই বিষয়গুলো সহায়তা করবে। এগুলো না হলে যে দু‘আ কবুল হবে না – এমন নয়।

১. কেবলামুখী হওয়া
২. তাহারাহের অবস্থায় থাকা
৩. মসজিদে দু‘আ করা
৪. নিজের খালিস নিয়তে কৃত সৎ কাজের ওয়াসিলা পেশ করা

দু‘আ কেন কবুল হয় না ঃ

১. হারাম জিনিস চাওয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, “কোন ব্যক্তির দু‘আ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হতে থাকে যতক্ষণ সে কোন হারাম জিনিস না চায় অথবা রক্তসম্পর্ক ছিন্ন না করে।” (মুসলিম)

২. হারামে লিপ্ত হওয়া ঃ

হারাম খাওয়া, হারাম উপায়ে রোজগার করা, হারাম পোষাক পরিধান করা, দ্বীনে বিদ‘আত চালু করা, সব ধরনের হারামে লিপ্ত হওয়া দু‘আ কবুল না হওয়ার অন্যতম কারণ। রসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তির সম্পর্কে বললেন যে, “অনেক দূর এমন করে এসেছে যার দেহ ধুলোবালিতে সিক্ত। এ অবস্থায় সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, “ইয়া রব, ইয়া রব,” অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম এবং তার পরিচ্ছদ হারাম। সুতরাং তার দু‘আ কিভাবে কবুল হবে?” (মুসলিম)

৩. তাড়াহুড়ো করা ঃ

তাড়াহুড়ো করলেও দু‘আ কবুল হয় না। এমন অনেক লোক আছে যারা দু‘আ করে এবং সাথে সাথেই তার ফলাফল আশা করে। আর যখন সাথে সাথে কিছু দেখতে না পায় তখন দু‘আ করা ছেড়ে দেয়। দু‘আ করতে অভ্যস্ত হতে হবে এবং দু‘আ করণে ধীর ও স্থির হতে হবে। তাড়াতাড়ি ফল লাভের ব্যর্থতা দু‘আ ছেড়ে দেবার কারণ হলে পুরো দু‘আর সময়টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, “তোমাদের কারো দু‘আ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হবে যতক্ষণ না সে অধৈর্য্য হয়ে যায় এবং বলে, ‘আমি তো দু‘আ করেছি কিন্তু এর কোন জবাব দেয়া হয়নি।’” (বুখারী ও মুসলিম)

৪. নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাহীনতা ঃ

যে দু‘আতে কোন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকে না সে দু‘আও কবুল হয় না। “যখন দু‘আতে শুধু জিহ্বার ব্যবহার হয়, অথচ হৃদয়–মন থাকে অনুপস্থিত– আর মনে রেখো আল্লাহ্ ঐ দু‘আতে সাড়া দেন না যা আসে অমনোযোগী ও আন্তরিকতাহীন হৃদয় থেকে। (তিরমিজী) দু‘আর ভাষা যদি এমন হয় যাতে আল্লাহ্‌র প্রতি দূর্বলতার প্রকাশ না থাকে; এমন যদি হয় যে ঐ ব্যক্তির আল্লাহ্‌কে কোন প্রয়োজন নেই তাহলে দু‘আ কবুল হবে না। দু‘আর ভাষাতে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাওয়ার আশা, তার দিতে পারার ক্ষমতা, তার প্রতি নির্ভরতা ফুটে উঠতে হবে। এ সংক্রান্ত হাদীস আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

দু‘আ মু’মিনের সম্বল ঃ

দু‘আ মু’মিনের এক অনন্য সম্বল। দু‘আ আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে। দু‘আ মু’মিনের ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার। মানুষের তকদীরের কোন সিদ্ধান্তই বদলানো হয় না। তবে দু‘আর মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষের তকদীর পরিবর্তন করেন। “কোন কিছুই ভাগ্য পরিবর্তন করে না তবে শুধু দু‘আর মাধ্যমে।” (সহীহুল জামি) মু’মিনের কোন দু‘আই ব্যর্থ হয় না। যেমন রসূল (স) বলেছেন, “দু‘আ কখনো ব্যর্থ হয় না তবে এর কবুল হওয়া হয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে। কোন কোন সময় দু‘আকারী যা চায় তাই পায়। কোন কোন সময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে তা দেন যা সে যা চেয়েছে তার চেয়ে উত্তম, অথবা তার কোন বিপদ দূর করে দেন অথবা তার গুনাহ্ মাফ করেন কারণ, তিনি জানেন যে, সে যা চেয়েছে তা তার জন্য ক্ষতিকর। কোন কোন সময় দু‘আকে বান্দাহ্র পরকালের উপকরণ বানিয়ে দেয়া হয়। বান্দাহ্ কোন কিছু চাইলে তা যদি তাকে এ দুনিয়াতে দেয়া না হয়, তাহলে তা তার জন্য আখিরাতে জমা করা হয় এবং এভাবে তা তার আখিরাতের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।” (তিরমিজী, হাকিম)

বান্দাহ্র দু‘আ এভাবে তার জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতের সম্বলে পরিণত হয়। এ এমন সম্বল যা মু’মিনকে শক্তি যোগায়, সাহস যোগায় এবং দুনিয়া জাহানের রবের উপর ভরসাকারী বানিয়ে দেয়। তার দু‘আ নিজের জন্য প্রশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন বলেছেন মানুষের মর্যাদাবান প্রভূ তাঁর মহান কিতাবে, “নিশ্চয়ই আল্লাহ্র স্মরণ (দু‘আ, যিকর) তোমাদের হৃদয়ের জন্য প্রশান্তিদায়ক। (রাদ ॥ ২৮) দুনিয়ার এ ঝঞ্ঝা–বিক্ষুব্ধ জীবনে মু’মিন যেখানে প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হচ্ছে পরীক্ষার; বিপদ এবং মুসীবতের পাহাড় যেখানে ভেঙ্গে পড়ছে; জাহেলিয়াতের সয়লাব যেখানে জীবন চলার পথকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছে; অকল্যাণ ও শয়তানের সৈন্যরা যেখান পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে; মহান রবের দয়া যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে কাম্য সেখানে দু‘আ ছাড়া আর কি আমাদের সম্বল হতে পারে! এ দু‘আতো এক বিরাট হাতিয়ার।

দুনিয়ার মুসলমানদের বিপদে আজ আমাদেরতো দুটো ফোঁটাই ঝরানো জরুরী। আল্লাহ্র প্রিয় সে দু’টো ফোঁটা হলো “আল্লাহ্র পথে শাহাদাতের খুনের ফোঁটা, অন্যটি হলো তাঁর কাছে দু‘আয় নিবেদিত বিগলিত আত্মার প্রতিফলন–অশ্রুর ফোঁটা।” আজতো এ দু’টো ফোঁটাই ঝরানোর সময়। কিন্তু যেহেতু পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে আমরা প্রথম ফোঁটাটা ঝরাতে পারছি না তখন দ্বিতীয় প্রকারের ফোঁটাটা আজ বেশী বেশী করে ঝরানো দরকার। আল্লাহ্র ছায়ায় যারা সেদিন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, আশ্রয় পাবে তাদের একজন ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্র স্মরণ করেছে, দু‘আয় কাতর হয়েছে আর দু’নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়েছে। তাই এ সম্বল এক অনন্য সম্বল। এর কোন বিকল্প নেই। এ সম্বল তকদীর পরিবর্তনকারী এক সম্বল; এ সম্বল পুলসিরাত পাড়ি দেয়ার সম্বল; এ সম্বল শত বাধা–বিপত্তি, বিপদ–মুসীবত মুকাবিলার সম্বল; এ সম্বল অন্ধকারে আলোদানকারী সম্বল; এ সম্বল জান্নাতে পৌঁছে দেয়ার সম্বল।

এ অনন্য সম্বলের যথাযথ ব্যবহার মু’মিনকে করতে হবে। যথাযথ ব্যবহার ব্যতিরেকে এ সম্পদ শুধু অপচয়ই করা হবে। “দু‘আ এবং তা‘আওয়ুজ (আল্লাহর আশ্রয়প্রার্থনাকারী দু‘আ) হচ্ছে হাতিয়ার সম। আর কোন হাতিয়ার শুধু তাই ফল দিতে পারে যা এর ব্যবহারকারী এ দিয়ে করতে পারে; কোন হাতিয়ারের শুধু ধারালো হওয়াই কার্য সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। যদি হাতিয়ার হয়ে থাকে সুন্দর–মজবুত ও খুঁতবিহীন এবং এর ব্যবহারকারীর বাহু হয়ে থকে শক্তিশালী এবং অন্য কোন বৈরী শক্তি তার জন্য বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায় তাহলে সে শত্রু নিধন করতে পারবে সে হাতিয়ার দিয়ে। কিন্তু যদি এই তিনের ঘাটতি থাকে কোথাও তাহলে এর ফলাফলেও হবে ঘাটতি।” (ইবনে কায়্যিম, আল মুনাজ্জিদ কর্তৃক উদ্ধৃত) এ জন্য দু‘আর যথাযথ ব্যবহার করতে হবে যথাযথ ফল পাওয়ার জন্য। আল্লাহ্ আমাদের সবার দু‘আকে কবুল করুন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল–কুরআনুল করীম
২. নববী, ইয়ুহ্ইয়া ইবনে শরফ, “রিয়াদুস্–সালেহীন,” ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮
৩. বেগ, খালিদ Baig, Khalid, “The Power of Dua.” (2002) <http://www.albalagh.net/food_for_thought/dua_power.shtml>
৪. Al-Munajjid, Muhammad Salih, “Why doesn’t Allaah Answer Our Du‘aa’s?” <http://www.islamicwell.com/iqanos113.htm>
৫. আল–উসায়মিন মুহাম্মদ বিন সালিহ, “Why our dua is not answered?” al-Uthaimeen, Muhammad Ibn Salih, “Why is My Supplication not Answered?” <http://muttaqon.com/fatwa/qoo1s.sht>
৬. মুবারকপুরী, সফিউর রহমান, “আর–রাহীকুল মাখতূম,” ঢাকা : আল–কুরআন একাডেমী লন্ডন, ১৯৯৯
৭. ইবনে হিশাম, [আব্দুল মালেক], “সীরাতে ইবনে হিশাম,” ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮